আধ্যাত্মিক প্রভৃতি উৎপাত দ্বারা ভজনমার্গ প্রতিহত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, তাহার প্রতিও বিধি-নিষেধের মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। যেহেতু রুচি দ্বারাই তাহার শ্রীভগবানের মনচুরি করা রাগাত্মিকার ক্রমবিশেষে অভিনিবেষ আছে। এই অভিপ্রায়ে একাদশ স্কন্দে ১১।৩৩ শ্লোকে "জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং" ইত্যাদি শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—"যাহারা আমাকে জানিয়া ভজে এবং না জানিয়া ভজে, তাহারা উভয়েই ভক্ততম; তন্মধ্যেও যাহারা ভগবৎ-স্বরূপাদির বিচার না করিয়া রুচিপ্রেরিত হইয়া ভজে তাহারাই শ্রেষ্ঠ।" তুরভিসন্ধিতে ও রাগাত্মক ভক্তিমানজনের বেদাদির অনুকরণ মাত্রেতে যে রাগাত্মক ভক্তিমানজনের অনুকরণ করে, তাহারই ধর্ম্মপ্রাপ্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন ধাত্রীত্বমাত্রের অনুকরণের দ্বারা পূতনা ধাত্রীগতি লাভ করিয়াছিল। তাই ১০।১৪ অধ্যায়ে "সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মার স্তবে স্পষ্টই পাওয়া যায় যে - পূতনা রাক্ষসী এবং জিঘাংসাবৃত্তিতেও ধাত্রীবেশ অনুকরণের ফলে ধাত্রীগতি লাভ করিয়াছিল। তাহা হইলে যাহারা সেই রাগাত্মক ভক্তিমানজনের প্রেম-পরিপাটীতে রুচিমান্ হইয়া নিরন্তর সম্যকরূপে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহারা যে সিদ্ধিলাভ করিবে—তাহা তো বলাই বাহুল্য। এই অভিপ্রায়ে ১০।৬ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনির উক্তিতে আছে - নামে পূতনা, জাতিতে রাক্ষসী, ব্যবসায়ে লোকবালঘ্নী, জীবিকায় নর শোণিতপায়িণী হইয়াও জিঘাংসাবুদ্ধি হৃদয়ে লইয়াও কালকূট বিষ মাখানো স্তন দিয়াও সৎ অর্থাৎ ধাত্রী সমুচিত গতি লাভ করিয়াছিল। এ স্থানের ও শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে—কর্ত্তৃগত, কর্ম্মগত, করণগত গুরুতর দোষ থাকিলেও একমাত্র সম্প্রদানগত অসামান্য গুণে অর্থাৎ যাঁহাকে স্তন অর্পণ করিয়াছিল, তিনি সর্ব্বদোষহারী হরি; আমার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিপ্রদ পরমাত্মা; পক্ষান্তরে সর্ব্বাকর্ষক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই অসাধারণ গুণই পূতনা—ধাত্রীত্বের প্রাপক হইয়াছিল। তাহা হইলে যে জন ভক্ত, সে জন শ্রদ্ধার সহিত, আদরের সহিত ভক্তিতে যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তর বস্তু দান করে, তাহা হইলে সেই ভক্ত যে সদগতি লাভ করিবে—তাহার আর কথা কি? পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যভাবে অনুরাগিনী জননীগণ যেমন অর্পণ করেন, তেমনভাবে অর্পণে যে সদগতি লাভ হইবে—তাহা তো বলাই বাহুল্য। এই অভিপ্রায়ে ১১।২০।৩৬ শ্লোকে শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে কহিয়াছেন—"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ"; অর্থাৎ আমাতে যাহারা একান্ত ভক্ত, তাহাদের যে সকল গুণ, তাহা ব্যবহারিক গুণ দোষ